গাজায় নির্বাচন ও হামাস নিষিদ্ধে শর্ত রেখে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে কানাডা

সংগৃহীত ছবি

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে কানাডা। আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হবে। ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের পর কানাডা তৃতীয় দেশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে এতে শর্ত জুড়ে দিয়েছে কানাডা—২০২৬ সালের মধ্যে গাজায় নির্বাচন এবং হামাসের নির্বাচন বর্জন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ায় নতুন গতি আনতে পারে, তবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েনও তৈরি করবে।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। দেশটির প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি স্থানীয় সময় বুধবার (৩০ জুলাই) এক বিবৃতিতে বলেন, যদি ইসরায়েল গাজায় চলমান আগ্রাসন বন্ধ না করে, তবে কানাডা এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে।

তিনি জানান, দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানই মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির একমাত্র পথ। তবে ফিলিস্তিনকেও কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে—২০২৬ সালের মধ্যে গাজায় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে এবং সেখানে হামাস অংশ নিতে পারবে না।

LENS ASIA

গত সপ্তাহে ফ্রান্স এবং এর পর যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেয়। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে কানাডাও সেই তালিকায় যুক্ত হলো।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন কমছে, আর কানাডার সিদ্ধান্ত এই প্রবণতা আরও দৃঢ় করবে। তবে এই স্বীকৃতি কি শান্তির পথে এগিয়ে নেবে, না কি সংঘাত আরও জটিল করবে—তা এখন সময়ই বলে দেবে।

সূত্র: রয়টার্স, আল জাজিরা